২৬-০২-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই পুরানো দুনিয়ায় প্রতি কোনো রকম আশা না রেখে ভবিষ্যতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য কেবল নষ্টমোহা হও, বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো"

প্রশ্ন :- বাবা কোন্ সহজ সরল রাস্তা বলেন, কোন্ বিষয়ের সঙ্গে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই ?

উত্তর :- বাবা বাচ্চাদের শান্তিধাম আর সুখধামে যাওয়ার সহজ সরল রাস্তা বলেন -- তিনি বলেন বাচ্চারা, শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো । বাকি তোমাদের সামনে যদি কোনো বিপদ আসে, দুঃখ বা রোগ আসে, যদি দেউলিয়া হয়ে যাও, এ সমস্ত কিছুই তোমাদের নিজের কর্মের হিসেব, এর সঙ্গে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই । বাবা যুক্তি বলে দেন, কিন্তু কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া প্রত্যেক বাচ্চার নিজেদের কাজ ।

প্রশ্ন :- কোনো কোনো বাচ্চারা কোন্ একটি কারণে সেবার উপযুক্ত হয় না ?

উত্তর :- তাদের হালকা পারিবারিক নেশা থাকে, মায়ার পোকায় আক্রান্ত থাকে -- এই কারণে তারা সেবার উপযুক্ত হতে পারে না ।

গীত :- চলে গেছে দুঃখের দুনিয়া .....

ওম্ শান্তি । খুশী আর দুঃখ । এখন হল রাবণ রাজ্য । মানুষ তো জানে না যে রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয় । বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান যে, দুঃখ কখন থেকে শুরু হয় আর খুশী কখন হয় । এই রাবণ রাজ্যে যেমন দুঃখও আছে তেমন খুশীও আছে । এখনই খুশী এখনই দুঃখ । বাচ্চা জন্মালে খুশী আবার মারা গেলে দুঃখ । সন্ন্যাসীরাও বলে থাকেন - এখানকার সুখ কাক বিষ্ঠার সমান । তাহলে অবশ্যই তারা বলবেন এ হলো দুঃখের দুনিয়া । কিন্তু তারা জানেই না যে সদা সুখ, যেখানে দুঃখের নামমাত্রও থাকে না, সে হলো সত্যযুগে । এ তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছো যে, বরাবর এখন হলো রাত । রাত দুঃখকে বলা হয়, একে রাবণের রাত বলা হয় । রাবণ আসার পরে ভক্তি শুরু হয় । বিকারও আরম্ভ হয়ে যায় । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, আমরা সর্বদা এখন সর্বদা খুশীতে থাকার পুরুষার্থ করছি । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, ভবিষ্যতে উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করো আর কোথাও কোনো কিছুর প্রতি আশা রেখো না । বাচ্চারা তো এই কথা জানেই না যে বেহদের বাবার থেকে তারা কি পায় । বাবা এসেই তা বলেন । দুনিয়া এই কথা জানে না যে পরমাত্মার থেকে তারা কি পায় । তারা ভাবে যে দুঃখ - সুখ তিনিই দেন । বাবা বলেন, আমি তো সদা সুখই দিতে আসি । তোমরা কেবল আমার শ্রীমতে চলো । আমি তো তোমাদের শান্তিধাম আর সুখধামের রাস্তা বলতে এসেছি । সেই রাস্তায় চলা তো তোমাদের কাজ আর কি ঝঞ্ঝাটই বা তোমাদের সামনে আসে ? সমস্ত দুনিয়াই তো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আছে । বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের সিধাসাদা পথ বলে দিই । এ তো খুবই সহজ । বাকি যে সমস্ত বিপদ বা ঝঞ্ঝাট আসে, দুঃখ আসে, রোগ ইত্যাদি আসে, জীবনে দেউলিয়া আসে .....এ সমস্তই তোমাদের কর্মের হিসেব । তাই প্রত্যেককেই তা ভোগ করতেই হবে, এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই । এই সময়ও কেউ এমন পাপ করে যে দুঃখ ভোগ করতে হয় । আমি তো তোমাদের পথ বলে দিতে এসেছি । আমার আদেশ

হলো যে, আমাকে স্মরণ করো কেননা এখন ফিরে যেতে হবে । বাকি লড়াই – ঝগড়া করে তো আয়ু হারিয়ে ফেলেছো । আমি তো তোমাদের সোজা পথ বলে দিই যে আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো । কেমন ভাবে থাকবে, এই যুক্তিও তিনি বলে দেন । বাকি মাথা ঠোকা বা পুরুষার্থ করা তো তোমাদের কাজ । এই সমস্ত কর্ম বন্ধন হলো বাচ্চারা তোমাদের । বাবা বলেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে । বাবা জানেন, কোনো স্ত্রীর তার স্বামীর প্রতি বা সন্তানের প্রতি অনেক মোহ থাকে, এর থেকে ছাড়া পাওয়া বা নষ্টমোহা হওয়া .....এ হলো বাচ্চাদের কাজ ।

বাবা তো কেবল দুটি কথা বলেন -- যদি সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হয় তাহলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে আর দ্বিতীয় যোগে থাকতে হবে । কোনো বিষয়ে কেউ যদি তোমাদের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করে – সে তোমাদের কর্মের হিসেব নিকেশ । বাকি তোমরা পবিত্র থাকবে, এতে গভর্নমেন্টও তোমাদের আটকাতে পারে না । বাবা তো পথ বলে দেন যে তোমাদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে হবে না । গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে আর যোগে থাকতে হবে । মানুষ ভাবে পবিত্র থাকা খুবই মুশকিল কেননা এমন শিক্ষা কেউই কখনো দেয় নি । যদিও অনেকেই ব্রহ্মচারী থাকেন কিন্তু এখানকার নিয়ম হলো গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে । কুমারী তো পবিত্রই, তার জন্য অনেক সহজ পবিত্র থাকা । গৃহস্থ জীবনে আর যেও না । এতে কেবল হিম্মতের প্রয়োজন । তোমরা বলতে পারো যে ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য আমরা পবিত্র থাকতে চাই, এতে ভারতেরই কল্যাণ । পবিত্রতার আশীর্বাদী বর্সা আমরা পেয়ে যাবো । এ হলো বর্সা নেওয়ার কথা । সত্যযুগে ছিল পবিত্র দুনিয়া । সঙ্গম যুগে যারা পবিত্র হতে পারে তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । এতে সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রশ্ন নেই যে সবাই কি করে পবিত্র হবে । এখন সকলেরই শেষ সময় । এখন সকলকেই হিসেব নিকেশ শেষ করে ফিরে যেতে হবে । সকলেই তো এসে আর জ্ঞান গ্রহণ করবে না । যারা সহজ রাজযোগ শিখবে তারাই আশীর্বাদী বর্সা পাবে । সম্পূর্ণ দুনিয়া কেন, সম্পূর্ণ ভারতও এই জ্ঞান শুনে ধারণ করতে পারবে না । বাকি কোনো ঝগড়া যদি থাকে তা তো বাচ্চারা তোমাদের যোগবলের দ্বারা মেটাতে হবে । তাদেরই মার খেতে হয় যাদের কিছু মমত্ব থাকে, যারা নষ্টমোহা হতে পারে না, তাদের সেই শক্তি থাকে না । বাবার কাছে খবর এসেছিলো যে এক গোপীকা অনেক চোখের জল ফেলেছিলো । কিন্তু কান্নাকাটি করলে কি হবে ? বাবা তো অনেক যুক্তি বলেছেন । পতিকে বলো, আমি পবিত্র থাকতে চাই আর বাকি সমস্ত সেবা করার জন্য তৈরী । যুক্তি দিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে পারো । কিন্তু প্রথমে নিজের মনের মমত্ব দূর হওয়া দরকার । মায়েদের তাদের পতি আর বাচ্চার প্রতি অনেক মোহ থাকে । এরপর তারা বলে, কেউ এর থেকে মুক্ত করুক । কিন্তু এতে চিত্কার করার বা কান্নাকাটি করার কোনো প্রয়োজন নেই । এ হলো বোঝার কথা । মনে করো কোনো বাচ্চার স্ত্রী আছে বা সন্তানও ভালো, বাবা তো বলবেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র হয়ে দেখাও এই অন্তিম জন্মের জন্য । তাই পতিকে বুঝিয়ে বশ করার প্রয়োজন । না হলে জবাব দিতে হবে । কিন্তু যখন নষ্টমোহা হবে তখনই তা সম্ভব । কেউ চাইলে এক সেকেন্ডেই নষ্টমোহা হতে পারে, না হলে জীবনভর হতে পারবে না । অনেককে ছাড়ার পরও মমত্ব দূর হয় না, তখন সেই মমত্ব টানতে থাকে, তখন সেই অবস্থা আর থাকে না, তাই বাবা বলেন আগে নষ্টমোহা হও । এরপর যদি কর্ম তোমাদের কাটতে থাকে তাহলে বাবা কি করবে ? সবার জন্য রাস্তা একটাই, অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । যদি পবিত্র না থাকতে দেয় তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যে কোনো সেবায় লেগে যাও । এখানে তো স্বচ্ছ মন চাই । এমন নয় যে, ঘর ছেড়ে এলে, ব্রাহ্মণ কুলে থাকলে তারপর কোনো না কোনো পারিবারিক সম্পর্কে ফেঁসে গেলে । এমনও অনেক আছে যাদের হালকা পারিবারিক নেশা থাকে । তাদের অবস্থার ঊর্ধ্বগতি

হয় না । তারা সেবার যোগ্য হয় না কেননা অন্দরে পোকা লেগে থাকে । মায়া তাদের ছাড়েই না । তারা লেখে যে -- বাবা, মায়ার অনেক তুফান আসে । তাহলে অবশ্যই হালকা নেশা আসবে । এখানে কমল পুষ্পের সমান থাকতে হবে । দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কথাই নেই । সকলেরই নিজের নিজের কর্মের বন্ধন, তাহলে ওষুধও তার নিজের নিজের । কেউ রোজগারের জন্য জিজ্ঞেস করে তখন বাবা তার পোতামেল দেখে রায় দেন । এমনও কেউ আছে যাদের ব্যবসা এমন যে পাপ করা ছাড়া শরীর নির্বাহ হয় না । এখন সময়ই এমন হয়ে গেছে । কারোর কাছে অনেক পয়সা আছে তাই পাপ করার দরকার হয় না । বাবা বলেন, শান্ত হয়ে বসে যোগের কামাই করো কিন্তু কোনো কাজ করার আগে রায় নিতে হবে । এমন নয় যে কাজ করার পর বললে, এই বিষয়ে ফেঁসে গেছি, এখন কি করবো ? বাবা বোঝাতে থাকেন, যদি অর্থ অনেক থাকে তাহলে শান্তিতে বসে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নাও । কাজ কারবারের ঝামেলা ছাড়ো । প্রতি পদে শ্রীমতে চলা অত্যন্ত জরুরী । নিজেদের মধ্যে খুবই মিষ্টি সম্পর্ক রাখতে হবে । না হলে তোমরা বাপদাদার নাম বদনাম করবে । বাপদাদা বা সৎগুরুর নাম যারা বদনাম করায় তারা উঁচু পদ পেতে পারে না । নিজের হাতে নিয়ম ওঠানো ঠিক নয় । না হলে সবাই বলবে, ঈশ্বরীয় কুলেও কি এমন বাচ্চা হয় ? বাবা বলেন, কাউকেই দুঃখ দিও না । ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো । বাবা তুমি কতো মিষ্টি, তুমি আমাদের রাজার রাজার রাজা, স্বর্গের মালিক বানাও । আমরা তোমার শ্রীমতে অবশ্যই চলবো । আমরা আসুরী মতে চলবো না । বাবাকে স্মরণ না করলে বাবা বুঝে যান, এদের কড়া আসুরী সংস্কার আছে । এরা রাজ্য - ভাগ্য কি নেবে ? নিজের চলন তো দেখো । না হলে বাচ্চারা তোমাদের মতো ভাগ্যবান এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই । বাবা তো বলবেনই - তোমরা প্রকৃত সন্তান হও । এমন চলন দেখাও যাতে বাবাও খুশী হন । বাবার বাচ্চাদের প্রতি অনেক খেয়াল থাকে যে কিভাবে বাচ্চাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করাবেন ।

বাবা বোঝান যে, তোমরা জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্য করো কিন্তু ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি - মিষ্টি কথা বলা উচিত । বাবা আপনি তো কামাল করে দিয়েছেন । ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী তো আপনিই দেন । আমি তো আপনার কাছে বলিহারি যাবো । তাহলে বলিহারি যেতে হবে, কেবল বললেই হবে না । যত সময় বাবার স্মরণে থাকবে তার প্রভাব সারাদিন চলতে থাকবে । অনেক বি.কে আছে, যারা ভোরবেলা ওঠে না, তো ধারণাও হয় না । ভোরবেলা ওঠার যদি অভ্যাস হয়ে যায়, তখন দেখো কেমন সেবা পরায়ণ হয়ে যাও । যার সার্ভিসের শখ থাকে সে যেখানে খুশী সার্ভিস করতে পারে । গালি তো পাবেই । একশোর মধ্যে একজন বের হবে । এতে লজ্জা হলে হবে না । সার্ভিস তো অনেক জায়গায়, শুধু করার লোক চাই । বাবা তো যুক্তি বলতেই থাকেন । নেশা থাকা উচিত । আর সকল নেশায় হয় লোকসান, নর থেকে নারায়ণ বানানোর নেশা ছাড়া । এই নেশা একমাত্র বাবাই চড়ান । বাকি আর কারোর কাছে এই জ্ঞানের নেশা নেই । পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়ার খবরও কেউ জানে না । পতিত দুনিয়াতে অবশ্যই পতিতরা থাকে তখনই তারা পবিত্র দেবতাদের পুজো করে । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে তো পবিত্র মহারাজা মহারাণী ছিলো । দ্বাপর থেকে রাবণের রাজধানী শুরু হয় । বাচ্চারা জানে যে শিব বাবা আমাদের ভালো কর্মই শেখান, আর পদেরও সাক্ষাৎকার করান । এ হলো প্রত্যক্ষ ফল সাক্ষাৎকারের । বাবা যখন স্বয়ং এসেছেন শেখানোর জন্য তখন শেখার কতো উৎকণ্ঠা থাকা উচিত । এমন বলা হলো কর্মবন্ধন, একেও কমজোরী বলা হয় । কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যুক্তিও বাবাই বলতে থাকেন । কিন্তু এমন রায় তিনি পোক্ত বাচ্চাদেরই দেবেন নাকি কাঁচা বাচ্চাদের দেবেন । কোনো কোনো সংসারে আবদ্ধ মেয়েরাও পুরুষার্থ

করে জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা পতিকে বশ করে তাকে নিয়ে আসে, মারও অনেক খায় । বলা হয় না – যতই বাধা আসুক, ধর্ম ছাড়া উচিত নয় । তাই এই প্রতিজ্ঞাও করা হয় এবং তা ধরে থাকা উচিত । এর অভ্যাসও করা উচিত । মায়া হলো অতি প্রবল, এর উপর বিজয় পেতে হবে, সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । এমন নয় যে স্বর্গে যা হোক পদ পাই । না তা নয়, পুরুষার্থ উঁচু পদ পাওয়ার জন্য করা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের হাতে নিয়ম ওঠাবে না । নিজেদের মধ্যে অনেক অনেক মিষ্টি ভাবে থাকতে হবে । কাউকেই দুঃখ দেবে না । ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি – মিষ্টি কথা বলতে হবে ।

২) সেকেন্ডেই নষ্টমোহা হতে হবে । পবিত্র থাকার যুক্তি বের করতে হবে । হিম্মত রাখতেও হবে । জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা হিসেব – নিকেশ শোধ করতে হবে ।

বরদান :-- পরমার্থ আধারে ব্যবহারকে সহজ করে ভাগ্যবান আত্মা হও

অর্ধ কল্প ব্যবহার, ভক্তি আর ধর্মক্ষেত্র সবেতেই পরিশ্রম করেছো এখন পরিশ্রম মুক্ত হয়েছো । এখন ব্যবহারও পরমার্থ আধারে সহজ হয়ে গেছে । নিমিত্ত ভাবে সবকিছু করছো । নিমিত্ত ভাবে সবকিছু করলে সর্বদা সহজ অনুভব হবে । ব্যবহার নয়, এ হলো খেলা । মায়ার তুফান নয়, ড্রামা অনুসারে এগিয়ে যাওয়ার উপহার । তাহলে পরিশ্রম তো দূর হলো । এমন পরিশ্রম থেকে নিজেকে মুক্ত করা আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা -- এমন স্মৃতিতে থাকো ।

স্লোগান :- জীবনে মাধুর্যের গুণ ধারণ করাই হলো মহত্ব